বরফ

সৌরভ শুক্লা

মূল হিন্দি থেকে অনুবাদ
সফিকুন্নবী সামাদী

ঐতিহ্য

অনুবাদকের কথা

বাংলাদেশের মানুষের নিকট সৌরভ শুক্লার পরিচিতি একজন অসাধারণ অভিনেতা হিসেবে। কিন্তু ফিল্ম ক্যারিয়ারের প্রায় প্রথম থেকেই তিনি অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রনাট্য রচনাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। রামগোপাল বর্মার ১৯৯৮ সালের 'সত্য' ছবিতে গ্যাংস্টার 'কাল্লু মামা' চরিত্রে অভিনয় করা ছাড়াও অনুরাগ কাশ্যপের সঙ্গে মিলে এর চিত্রনাট্য রচনা করেন এবং দুজনে শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য রচনার পুরস্কার অর্জন করেন। ভারতের প্রথম নারী তবলাবাদক যোগমায়া শুক্লা এবং আগ্রা ঘরানার গায়ক শত্রুঘ্ন শুক্লার সন্তান ১৯৬৩ সালের ৫ মার্চ গোরখপুরে জন্ম নেওয়া সৌরভ বারো বছর বয়সে পরিবারের সঙ্গে চলে যান দিল্লিতে। চলচ্চিত্রে যোগ দেবার আগে ১৯৮৪ সাল থেকে কাজ করেন থিয়েটারে। ১৯৯১ সালে যোগ দেন ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার পেশাদার শাখা 'এনএসডি রঙ্গমণ্ডল কোম্পানি'তে এবং তার বছরখানেক পর সৌরভ শুক্লার কাজ দেখে শেখর কাপুর তাঁকে 'ব্যানডিট কুইন' ছবিতে কাস্ট করেন।

মঞ্চকর্মীর অভিজ্ঞতা পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছেন সৌরভ শুক্লা তাঁর 'বরফ' নাটকে। এই নাটক কাশ্মীরের গল্প, কিন্তু না এ সেনাসদস্যদের গল্প, না জেহাদিদের গল্প। বরং এটি দরিদ্র অসহায় মানুষের গল্প, সংবেদনশীল মানুষের গল্প। এক নারীর গল্প, একজন মায়ের গল্প। নাফিসা-গোলাম রসূল দম্পতি এমন এক গ্রামে বাস করে যেখান থেকে বছর তিনেক আগে অন্য সকল গ্রামবাসী চলে গেছে জেহাদি এবং সেনাবাহিনীর সংঘর্ষের ভয়ে। নাফিসার গর্ভকালে এমনি এক সংঘর্ষের সময় পালাতে গিয়ে গর্ভপাত ঘটে। সন্তানশোকে উন্মাদপ্রায় নাফিসা একটা রাবারের পুতুলকেই নিজের পুত্র মনে করে। এক রাতে সে গোলাম রসূলকে বাধ্য করে এই পুতুলের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার কৌলকে নিয়ে আসতে। বাস্তব এবং বিভ্রমের দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলে এই নাটক। সন্তানহীন মা নাফিসার স্বসৃষ্ট বিভ্রম বাস্তববাদী চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডাক্তার কৌলকেও প্রভাবিত করে। নাফিসার ভেতর দিয়ে পৃথিবীর সকল মায়ের মানবিক আর্তি, সকল মায়ের বেদনা যেন ঘোষিত হয়।

রজ্জুপথে চলেছেন নাট্যকার সৌরভ শুক্লা এই নাটকে। এই রজ্জুপথ ছিল নাটকের আঙ্গিকের দিক দিয়েও, দার্শনিক দিক দিয়েও। নাটকীয় উপাদানের ভরসম প্রয়োগে আঙ্গিকগত দিক দিয়ে এই রজ্জু পথ পার করেন তিনি সফলভাবে। নাটকের

বিষয়গত, দর্শনগত দিক দিয়েও নাট্যকার রজ্জুপথ পার হয়ে যান, উপস্থাপন করেন নতুন এক অনুভব, 'এই দুনিয়ার সমস্ত সত্য বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে... আপনি বিশ্বাস করে দেখুন... সত্য আপনা-আপনিই তৈরি হয়ে যায়... নইলে সত্য... নিজের মধ্যে নিজে কিছুই নয়।'

'বরফ' নাটকটি বাঙালি পাঠক-দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করলে আনন্দিত হব।

সফিকুন্নবী সামাদী

প্রস্তাবনা

ভীষণ শীত, শান্ত পরিবেশ এবং ডাক্তার সিদ্ধান্ত কৌল নিতান্ত একা। চারদিক থেকে বরফে ঢাকা কাশ্মীরের উপত্যকায় এক জায়গায় আটকে আছেন।

ফোনে নাফিসা ডাক্তার সিদ্ধান্ত কৌলের নিকট নিবেদন করছে তার অসুস্থ বাচ্চাকে দেখার জন্য যেন শীঘ্র তার বাড়ি চলে আসেন। পেরেশান অবস্থায় নাফিসার স্বামী গোলাম রসূলের দেখা হয় ডাক্তার কৌলের সঙ্গে। তাদের বাচ্চা ভীষণ অসুস্থ, মুমূর্ষু অবস্থা। তার ডাক্তারের প্রয়োজন। ডাক্তার কৌল তাদের বাড়ি যেতে রাজি হয়ে যান।

গোলাম রসূলের বাড়ি শ্রীনগর শহর থেকে অনেক দূরে, পথ দীর্ঘ। গাড়ি গ্রামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ গোলাম রসূল মাঝখানে এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে দেয়। সে বলে, বাকি পথটুকু পায়ে হেঁটেই যেতে হবে। তার বাড়ি যাবার জন্য কোনো পাকা রাস্তা নেই। ডাক্তার কৌলের জন্য এসব একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি এক বিরান গ্রামে নিজেকে একা দাঁড়ানো দেখতে পান। এখানে দূর-দূর অবধি মানুষ থাকার চিহ্ন নেই আর এখন তুফান আসার আশঙ্কার সঙ্গে রাত আরো গভীর হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ডাক্তার কৌল জানতে পারেন, তিনি একটি উজাড় হয়ে যাওয়া গ্রামে আছেন। সন্ত্রাসবাদী হামলার আশঙ্কার কারণে তিন বছর আগে গ্রামের লোক নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে চলে গেছে। এখন এখানে কেবল একটি বাড়ি আছে যেখানে তিনজন মানুষ থাকে, গোলাম রসূল, তার স্ত্রী আর তাদের বাচ্চা।

কিন্তু আসল ধাক্কা তো এখনো বাকি। বাড়ির ভেতর পেরেশান স্বামী-স্ত্রী ডাক্তার কৌলকে বাচ্চার কাছে নিয়ে যায়। ডাক্তার কৌলের বিশ্বাস হয় না। ডাক্তার কৌল কেন, এই বাচ্চাকে সুস্থ করার সাধ্য কোনো মানুষ-ডাক্তারের নেই। এ এক বিচিত্র এবং আশ্চর্য ব্যাপার যে স্বামী-স্ত্রী সামনে পড়ে থাকা যে জিনিসের চিকিৎসা করাতে চাইছে আর যাকে ওরা 'নিজের বাচ্চা' বলছে, সেটি আসলে একটি খেলনা পুতুল।

সেদিন ওই বিরান বাড়িতে কাটানো রাত তিনজন মানুষকে পরস্পরের নিকটে নিয়ে আসে যা সত্য এবং বিশ্বাসের প্রতি অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।

ওই বাড়ি থেকে যাবার পরও সেই ব্যাপার ডাক্তার কৌলের পিছু ছাড়েনি। শেষে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা ডাক্তার কৌলের জন্য তাঁর অস্তিত্ববাদী এবং আধ্যাত্মিক যাত্রার কারণ হয়ে দাঁড়ায় যা তাঁকে অন্য দুনিয়ার সত্যের মুখোমুখি করে।

যৌবনে আমি যখন শিল্পকে জীবনের অবলম্বন করতে চেয়েছি তখন অনেকেই আমার প্রতি নারাজ ছিল। তারা মনে করত, আমি খুব বড় ভুল করছি। তারা আমাকে বোঝাতে চাইত, জীবনকে আমি যেভাবে দেখি, জীবন আসলে তা নয়। একজন শিল্পী হিসেবে যখন আমি কাজ করতে শুরু করি, এই পরম্পরা তখনো চলছিল। কেননা অনেকেরই মনে হতো, আমি শিল্পের সত্য রূপ সম্পর্কে কিছুই জানি না।

তারপর ক্যারিয়ারের পথে সাধারণত একথা শুনতে পাই, 'কোনো ভ্রান্তির মধ্যে বাস করো না, সত্য অন্যরকম।' এমন কোনো সম্পর্ক ছিল না যা এ থেকে বেঁচেছে।

আমি জানতাম, আমিও তাদের সাথে সেরকমই করছি। পরে আমি অনুভব করি যে আমার ভেতরেও তাদের ভাবনাকে বোঝার ক্ষমতা ছিল না। সাধারণত এমন হয়, মানুষ অন্যের বিশ্বাসকে বদলাতে চেষ্টা করে যার বিষয়ে সে নিজে খুব বেশি কিছু জানে না।

কোনো হিন্দুর জন্য গরুর মাংস খাওয়া মানুষ পাপী, আর কোনো মুসলমান শুয়োর খাওয়া মানুষকে সহ্য করতে পারে না। চীন দেশের মানুষ বানরের মগজ রান্না করে খায় যা কেউ কেউ চিন্তাও করতে পারে না, আর যদি আপনি হাওয়াই গিয়ে মাছ না খান তো আপনাকে মূর্খ মনে করা হবে।

কিন্তু এসব এক সত্য যা অন্য সত্যকে জন্ম দেয়। আর আমরা সমস্ত জীবন একই রকমের সত্যকে ধরে বসে থাকি, যা অন্য কারো জন্য কোনো গুরুত্ব বহন করে না। সেটাই কি সত্য যা আমরা সকলে মিলে একসাথে অনুভব করি, নাকি প্রত্যেকের নিজের নিজের সত্য আছে? সত্য কি আমাদের ভেতর বিশ্বাসের জন্ম দেয়, নাকি বিশ্বাস আমাদেরকে সত্য দেখায়? কোথাও কি কোনো সত্য আছে নাকি এ কেবল কারো বিশ্বাসের প্রকাশ?

আসলে এই আমার জীবনযাত্রা, নিজের থেকে স্বতন্ত্র সত্যকে চেনা। অন্তত আমি এরকম ভাবি।

শেষে আমি শ্রী রঞ্জিত কাপুরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যিনি এই নাটক লিখতে আমাকে প্রেরণা দিয়েছেন। এই নাটক রঞ্জিত কাপুরের একটি নাটক দ্বারা অনুপ্রাণিত।

সৌরভ শুক্লা
ডিসেম্বর ১৯১৮
মুম্বাই

অনুক্রম

অধ্যায় : এক

বাড়ির পথ ১৫
বাড়ি ২৪
জিগরা ৩১
চিকিৎসা ৩৭
নাফিসা ৪৩
আত্মাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ৪৯

অধ্যায় : দুই

আত্মাদের ফয়সালা ৫৫
ডাক্তার কৌলের সত্য ৬৪
স্বপ্ন ৬৮
সত্যের সত্য ৭১
ফেরা ৭৫

চরিত্র

ডাক্তার কৌল
গোলাম রসূল
নাফিসা

অধ্যায়

এক

বাড়ির পথ

[অন্ধকার। মেঘের গর্জনে থিয়েটার হল ভরে ওঠে। খারাপ আবহাওয়ায় তীব্র বরফের তুফানের আভাস। ধীরে ধীরে সব শান্ত হয়ে যায়। কেবল হাওয়া তার উপস্থিতি জানান দেয়।]

[ধীর সংগীত বেজে ওঠে।]

[আলো। শ্রীনগর থেকে দু'ঘণ্টার পথ দূরে এক সুনসান এলাকা। গোলাম রসূল টর্চ নিয়ে ডাক্তার সিদ্ধান্ত কৌলের সাথে প্রবেশ করে। ডাক্তার কৌল হাঁপাচ্ছেন।]

কৌল : দু'মিনিট একটু থামি।

গোলাম : জি জনাব।

[দুজনে একটা ল্যাম্পপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে যায়।]

কৌল : এখন আর কতদূর তোমার গ্রাম?

গোলাম : বেশি দূর নয় জনাব। ব্যস, সোজাই যেতে হবে আমাদের।

কৌল : ওপর থেকে তুমি যখন দেখালে তখন কত কাছে মনে হয়েছে। মনে হচ্ছিল পাঁচ মিনিটে পৌঁছে যাব।

গোলাম : তখন সূর্য ডোবেনি জনাব। পাহাড়ে দিনের আলোতে সবকিছু কাছেই মনে হয়। (অবকাশ) আমি এজন্য বলছিলাম জনাব যে আপনার আসবার কোনো প্রয়োজন নেই।

কৌল : না, অসুবিধা নেই।

গোলাম : অসুবিধা কীভাবে নেই জনাব। সব ঠিক আছে। আপনার না, আমার বিবির কথা মানা উচিত হয়নি।

কৌল : কিন্তু তোমার বাচ্চার শরীর খারাপ তো...

গোলাম : কিছু হয়নি জিগরার। ছোট মানুষ না, তো শীতের সময় সর্দি-কাশি তো লেগেই থাকে।

কৌল : কিন্তু তোমার বিবি তো বলছিল যে...

গোলাম : নাফিসার তো অভ্যাস কথা বাড়িয়ে বলা। কিন্তু ওকেই বা কী বলব। সব মায়েরই চিন্তা হয় নিজের বাচ্চার জন্য। জিগরা হাঁচি দিলেও তুফান শুরু হয়ে যায় আমাদের বাড়িতে।

কৌল : আমি বুঝি।

গোলাম : আমিও বুঝি জনাব। কিন্তু বেঁচে থাকা মুশকিল হয়ে যায়... বাড়িতে থাকলে রুটির অভাব আর কাজে গেলে হল্লা শুরু হয়ে যায়। জিগরার শরীর খারাপ... বাড়ি চলে এসো... কোনো ডাক্তার নিয়ে এসো...(অবকাশ) কী করে বোঝাব এই আওরাতকে। কাজ তো কাজ। এর জন্য সময় লাগে। এখানে কাশ্মীরে এমনিতেও কাজ পাওয়া যায় না সহজে। ভালো হোক সিকান্দার ভাইজানের যে এখনো চাকরিতে রেখেছে আমাকে, একথা জেনেও যে আমি তো শ্রীনগরে থাকিও না... প্রায়ই গায়েব হয়ে যাই ডিউটি থেকে... প্রত্যেকবার বলে,... গোলাম, ব্যস, এবার তোর চাকরি খতম... আমি কাকুতি-মিনতি করলে দয়া করে আবার ট্যাক্সি চালাতে দেয়। গত পনেরো দিন আমি বসে ছিলাম বাড়িতে... নাফিসার বাধার কারণে... কাল খাবার ছিল না, তাই আজ বেরুতে হয়েছে। আপনি তো দেখেছেন না জনাব কেমন খারাপ এখান থেকে শহরের রাস্তা... আড়াই ঘণ্টার ওপরে লেগে গেছে আমার ওখানে পৌঁছাতে।

কৌল : সত্যি অনেক দূরে এই জায়গা।

গোলাম : ওপরে যেখানে আমরা গাড়ি দাঁড় করিয়েছি না... ওখান থেকে সকাল সাতটায় আর্মি সাপ্লাইয়ের ট্রাক যায়... কোনোরকমে ওদেরকে মিনতি করে আমি শ্রীনগরে পৌঁছেছি। একে তো

মৌসুম নয় টুরিস্টের, তার ওপর খোদার মার... আজই বোমা ফাটার ছিল লাল চকে... জানি না জনাব আপনাকে কী করে পেলাম আমি!

কৌল : আমরা এখানে একটা সেমিনারে এসেছিলাম।

গোলাম : কার কাছে এসেছিলেন?

কৌল : কারও কাছে না... আমরা একটা মেডিকেল মিটের জন্য এসেছিলাম।

গোলাম : মিট খাবার জন্য এসেছিলেন আপনি কাশ্মীরে?

কৌল : (হেসে) না না মিট খেতে নয়... এই মনে করো যে একটা মেলা ছিল ডাক্তারদের...ব্যস, ওতেই এসেছিলাম।

গোলাম : (আশ্চর্য হয়ে) আমাদের কাশ্মীরে ডাক্তারদের মেলা বসে?

কৌল : হ্যাঁ, মেলাই বলা যায়... বছরে একবার দুনিয়ার সব ডাক্তার কোনো সুন্দর জায়গায় একত্র হয় আর বসে কুশ্রী সব অসুখ নিয়ে কথা বলে।

গোলাম : এরকম কেন করেন আপনারা?

কৌল : ইটস এ রিসার্চ থিং... বেসিক্যালি টু ফাইন্ড দ্য রেমিডিজ...(হঠাৎ মনে পড়ে, গোলাম রসূল ইংরেজি জানে না)... যাতে আমরা সব অসুখের চিকিৎসা খুঁজে বের করতে পারি।

গোলাম : আপনারা তো খোদার বান্দার কাজ করেন জনাব...

কৌল : (হেসে) হ্যাঁ ব্যস... তো লাল চকে বোমা ফাটল আর সেমিনার ক্যানসেল হয়ে গেল। শুনলাম কারফিউ লেগে যাবে... মনে হলো, কারফিউ লেগে গেলে তো সারাদিন হোটেলের ঘরে বন্দি হয়ে থাকতে হবে... তাই ডাল লেকের পারে ঘুরতে বেরিয়েছিলাম।

গোলাম : ... আর আমি আপনার পেছনে লেগে গেলাম।

কৌল : হ্যাঁ... আর আমি তোমাকে পেয়ে গেলাম।

গোলাম : জনাব আমি জানি... আপনি তো ঘুরতে চাননি... আমার অবস্থা দেখে আপনার দয়া হলো।

কৌল : না-না, সেরকম নয়... তুমি আমাকে খুব ভালো করে শ্রীনগর ঘুরিয়েছ।

গোলাম : ভালো করে আর কোথায় ঘুরাতে পারলাম আপনাকে? সকাল থেকেই তো ফোন বাজতে শুরু করল ওর... আমার তো ভাগ্য খারাপ... আপনি যখন চশমেশাহিতে ফটো তুলছিলেন তখন ভাবলাম দুমিনিট কথা বলে নিই নাফিসার সাথে... ফোন করলাম আর না জানি কখন আপনি পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন আর সব কথা শুনে ফেললেন।

কৌল : ভালোই তো হয়েছে আমি সব কথা শুনেছি... এখন আমি যাচ্ছি তোমার বাচ্চার চিকিৎসার জন্য।

গোলাম : জনাব কিছু হয়নি আমাদের বাচ্চার...

কৌল : তুমি কি ডাক্তার নাকি?... নও তো... আমি ডাক্তার...(অবকাশ) দেখো গোলাম, আমি মানি যে তোমার বাচ্চার কিছু হয়নি হয়তো... কিন্তু একজন ডাক্তার দেখলে বিশ্বাস পাকা হয়ে যাবে যে বাচ্চার কোনো প্রবলেম নেই।

গোলাম : প্রবলেম তো এমনিতে বাচ্চার নয়, নাফিসার (গোলাম হঠাৎ নিজেকে থামায়। তারপর কথা সামলায়)... ওই যে আছে না মেয়েদের সমস্যা... অকারণে চিন্তা করার... আপনি বুঝতে পারছেন না?

কৌল : হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি।

[ডাক্তার কৌল দাঁড়িয়ে তাঁর মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক দেখতে থাকেন।]

গোলাম : অন্ধকারে ফটো তুলছেন?

কৌল : ফটো তুলছি না। নেটওয়ার্ক খুঁজছি।

গোলাম : এখানে তো নেটওয়ার্ক আসে না। পুরো এলাকায় টাওয়ার...

কৌল : তোমার বিবি কি ল্যান্ডলাইন থেকে ফোন করছিল?

গোলাম : না জনাব, এখানে তো ল্যান্ডলাইন নেই... মোবাইল থেকেই করছিল।

কৌল : পুরো এলাকায় নেটওয়ার্ক নেই তো ওর মোবাইল কীভাবে চলছিল?

গোলাম : ও...ও তো বিএসএনএল... সরকারি... আমাদের কাশ্মীরে কেবল সরকারি জিনিসই চলে।

কৌল : তোমার ফোন তো বিএসএনএল, তাই না? (গোলাম হ্যাঁ-সূচক মাথা দোলায়) তো দাও।

[গোলাম তার ফোন ডাক্তার কৌলকে দেয়। ফোন দেখে ডাক্তার কৌল বোঝেন যে সেটি বন্ধ।]

গোলাম : এর ব্যাটারি মরে গেছে জনাব। (মেঘের তীব্র গর্জন দুজনের মনোযোগ আকর্ষণ করে) আজ আবহাওয়া খুব খারাপ... আপনি না এলেই ভালো হতো।

কৌল : (ল্যাম্পপোস্টের দিকে তাকিয়ে) আশ্চর্য!...

গোলাম : কী হলো জনাব?

কৌল : এত দূরে সুনসান বিরানভূমিতে তোমাদের গ্রাম... চলার সড়ক নেই কিন্তু লাইট আছে।

গোলাম : লাইট তো আছে জনাব। এমনিতে সড়কও আছে... কিন্তু কাঁচা সড়ক... তাই যখন বরফ পড়ে, সড়ক বন্ধ হয়ে যায়... পাঁচ মাসের জন্য।

কৌল : তো পাঁচ মাস কত কষ্ট হয় গ্রামের মানুষের?

গোলাম : কী কষ্ট হবে... এখন তো এখানে কেউ থাকেই না। (ডাক্তার কৌল বুঝতে পারেন না) জনাব এখানে হামলা হয়েছিল... তিন বছর আগে... তো আর্মির লোক হাত তুলে ফেলে... বলে, একে তো এখানে প্রপার রোড নেই আর ছ-সাত বাড়ির জন্য চৌকি বানানো মুশকিল... নিচে সংগমকুণ্ড, ওখানে বড় পুলিশ চৌকি আছে... ওখানে ভালো নিরাপত্তা থাকবে... তো সবাই নিজেদের বাড়ি ছেড়ে সংগমকুণ্ডে চলে গেছে।

কৌল : তুমি কী বলতে চাইছ... যে গ্রামে তুমি আমাকে নিয়ে যাচ্ছ... সেখানে কেউ থাকে না?

গোলাম : না, এমন কথা আমি কখন বললাম জনাব? আমি থাকি... আমার বিবি থাকে... আমাদের বাচ্চা থাকে।

কৌল : তুমি আর তোমার ফ্যামিলি ছাড়া কেউ থাকে না পুরো গ্রামে?

গোলাম : না জনাব, এখন তো আর কেউ থাকে না।

কৌল : কী বলছ? ওই যে দেখো (দূরের বাড়িগুলোর আলোর দিকে ইশারা করে) ওই যে দূরে বাড়িগুলোতে লাইট জ্বলছে... ওটা তোমাদেরই গ্রাম না?

গোলাম : হ্যাঁ জনাব... ওগুলো আমাদের গ্রামেরই বাড়ি।

কৌল : তো যদি তোমাদের ছাড়া গ্রামে আর কেউ না থাকে তবে ওই বাকি বাড়িগুলোতে আলো জ্বলছে কীভাবে?

গোলাম : ওই বাকি বাড়িগুলোর আলো? ওগুলো আমরা জ্বালাই জনাব।

কৌল : তোমরা খালি বাড়িতে আলো জ্বালাও?

গোলাম : হ্যাঁ জনাব।

কৌল : কেন?

গোলাম : এতে এমন মনে হয় না যে আমরা একা। তাছাড়া মানুষ তো বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে... তো কাউকে তো দেখভাল করতে হবে... তো আমরা করি কী... আলো জ্বালাই... সাফাই করি... চুলো জ্বালাই। আমাদের কাশ্মীরে প্রবচন আছে জনাব, বাড়িতে আলো না থাকলে আর চুলো না জ্বললে বাড়ি মরে যায়।

কৌল : আমি আগে কখনো এভাবে ভাবিনি... যে বাড়িও মরতে পারে।

গোলাম : আজকাল কে ভাবে জনাব? সবার তো নিজের নিজের চিন্তা। দেখুন, ভীতু লোকেরা... হামলার ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

[অবকাশ]

কৌল : গোলাম... এই হামলার ভয় তো এখনো আছে নিশ্চয়ই এই গ্রামে?

গোলাম : হ্যাঁ জনাব।

কৌল : তো তোমরা এখানে কেন থাক... সবাই চলে গেল, তো তোমরা কেন যাওনি?

গোলাম : জনাব, যদি আমার বৃদ্ধ বিকলাঙ্গ বাবা বেঁচে থাকত... আর হামলার সময় চলতে না পারত... তবে কি আমি তাকে ছেড়ে পালিয়ে যেতাম? তো আমার বাড়িও তো আমার বাবার মতো?... আমাকে পালন করে... আমার বিবি-বাচ্চার হেফাজত করে... আমি তাকে কীভাবে ছেড়ে দিই?

[ডাক্তার কৌল গোলামের দিকে কেবল তাকিয়ে থাকেন।]

[ধীর সংগীত এবং অন্ধকার পুরো পরিবেশকে বাহুবদ্ধ করে ফেলে।]

বাড়ি

[গোলাম রসূল এবং ডাক্তার কৌল বাড়ির কাছে পৌঁছে।]

গোলাম : জনাব, আপনি তো এগিয়ে গেছেন... এটা আমার বাড়ি।

কৌল : থ্যাংকস গড... ফাইনালি উই আর নিয়ার হোম!

[যখনই ডাক্তার কৌল বাড়ির দিকে এগিয়ে যান, গোলাম হঠাৎ তার হাত ধরে ফেলে।]

গোলাম : (অসংবদ্ধ ভঙ্গিতে) জনাব... আমার বাড়ি এসে গেছে।

কৌল : হ্যাঁ, তো?

গোলাম : তো জনাব... আমি অনেক চেষ্টা করেছি... আমি তো চাইছিলাম...

[গোলাম রসূল তার কথা সম্পূর্ণ করতে পারে না, কারণ ততক্ষণে নাফিসা বাড়ির বাইরে চলে এসেছে।]

নাফিসা : (কাশ্মীরি ভাষায়) নোঈতী করতাত...জিগরা শু বেনে শিংগেত।

গোলাম : (উচ্চৈঃস্বরে) হ্যাঁ হ্যাঁ... জনাব ও বলছে, জিগরা এখন ঘুমোচ্ছে।

নাফিসা : শ্‌শ্‌শ্‌শ্‌শ্‌শ্‌শ...

গোলাম : (নিচু স্বরে) হ্যাঁ... হ্যাঁ... জনাব আওয়াজ নিচু রাখুন... বাচ্চা উঠে যাবে...(অবকাশ) জনাব এ নাফিসা... আমার মিসেস...(নাফিসাকে) জনাব... ডাক্তার জনাব...

কৌল : নমস্তে।

নাফিসা : সালাম... তশরিফ অনিয়ব ।

[নাফিসা ডাক্তার কৌলকে বাড়ির ভেতরে আসার ইশারা করে । কিন্তু যখনই ডাক্তার কৌল বাড়ির ভেতরে ঢুকতে যায় নাফিসা তার পথ রুদ্ধ করে ।]

নাফিসা : পুলহোর ।

কৌল : জি?

গোলাম : জনাব... বাইরের জুতো বাইরে খুলে ফেলুন... ঘরের জুতো ও ভেতরে দিয়ে দেবে ।

কৌল : ও... সরি!

গোলাম : কোনো সমস্যা নেই জনাব... আপনি কী করে জানবেন... শহরে তো এমন আদব নেই... আসুন ।

[ডাক্তার ভেতরে আসে । নাফিসা আগুনদানি আনার জন্য রান্নাঘরের ভেতর যায় । গোলাম ডাক্তার কৌলকে ওভারকোট খুলতে সাহায্য করে, তারপর একটা শাল দেয় ।]

গোলাম : এটা গায়ে দিয়ে নিন জনাব ।

কৌল : বাড়ি সুন্দর তোমার!

গোলাম : ছোট জনাব... কিন্তু গরম (বসবার জন্য কুরসি দেয়) বসুন জনাব... নিন আগুন নিন ।

[নাফিসা আগুনদানি এনে রেখে দেয়, তারপর রান্নাঘরে চলে যায় । ডাক্তার কৌল যেই আগুনে হাত সেঁকতে শুরু করেন তাঁর গায়ের শাল আগুনদানি স্পর্শ করে ।]

গোলাম : জনাব... একে বাঁচিয়ে... এটা আব্বুর শেষ চিহ্ন ।

কৌল : সরি... ঠান্ডার মধ্যে হাত-পা ঠিকমতো কাজ করছে না ।

গোলাম : হ্যাঁ জনাব, কেয়ামতের ঠান্ডা পড়েছে এবার কাশ্মীরে । কাল পত্রিকায় ছিল, বরফপাতে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে শহরে । গ্রামের খবর তো পত্রিকা পর্যন্ত পৌঁছেই না । (কহবা [কাশ্মীরের এক বিশেষ উষ্ণ পানীয়] হাতে নাফিসার প্রবেশ) জনাব এই কহবা নিন... আমাদের কাশ্মীরের নিজস্ব জিনিস এটা... খেলেই শরীর গরম হয়ে যায় ।